

## দাড়ি রাখা ওয়াজিব

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২. দাড়িবিহীন তাকওয়ার কাহিনী

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

### দাড়িবিহীন তাকওয়ার কাহিনী

মক্কাতুল মুকাররামায় এক কুরাইশী ব্যক্তির সাথে কথা হলো: সে দাড়ি শেভ করে, চাকুরি করে এক প্রতিষ্ঠানে, আমিও কিছুদিন তার সাথে চাকুরি করেছি ছাত্র হিসেবে পাট-টাইম। আমি তাকে বললাম: আপনি দাড়ি রাখেন না কেন? সে বলল: আমার ক্লব (অন্তর) ঠিক আছে, আমার অন্তরে তাকওয়া আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُسِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

“তাকওয়া ‘এখানে’ একথা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বুকের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করলেন।” [১] কুরাইশী লোকটিও তার বুকের দিকে ইশারা করে বলল: তাকওয়ার জায়গা হলো: অন্তর (ক্লব), দাড়ি নয়। অনেকে দাড়ি রাখে কিন্তু তাদের অন্তরে তাকওয়া নেই, (প্রসঙ্গতঃ বলি: আমাদের দেশের মানুষরা বলে, আমার অন্তর ঠিক আছে, সালাত, সাওম, ইবাদত, দাড়ি এগুলো না থাকলেও চলবে, আবার কেউ কেউ নিজেকে তুষ্ট রাখেন এভাবে: আমার অন্যান্য ‘ইবাদত তো ঠিক আছে, এটাই তাকওয়া, দাড়ি না থাকলেও চলবে।’ আল্লাহ মাফ করুন আমাদেরকে, এসব কথা শয়তানের প্রবেশপথ। এ জাতীয় মনগড়া কথা থেকে সাবধান।)

তখন আমি বললাম: অন্তরে তাকওয়া থাকলে, তার লক্ষণ হিসেবে মুখে দাড়ি থাকতো। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ذَلِكَ ۙ وَمَنْ يُعْظَمِ ۙ شَعْرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۚ﴾ [الحج: ২২]

“আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটা তার হৃদয়ের তাকওয়া হতে উদ্ভূত বা আল্লাহ সচেতনতার লক্ষণ।” [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৩২]

আর দাড়ি হলো ‘আল্লাহর নিদর্শন’। অধিকাংশ মুসলিম দাড়ি রাখে ‘আল্লাহর নিদর্শন’কে সম্মান করেই। একথার আর কোনো জবাব দিতে পারে নি ঐ কুরাইশী ব্যক্তিটি।

কিন্তু মুসলিম সমাজে আল্লাহর অবাধ্য মুসলিমের কথা ভিন্ন। তারা স্টাইল করে দাড়ি রাখে, আবার কখনো রাখে, কখনো পরিস্কার করে শেভ করে, মন যা চায়, তা করে। সেটা দেখলেই চেনা যায়।

বর্তমানে দাড়ি নিয়ে খেল-তামাসা চলছে। কেউ কেউ এটাকে কেটে ছেটে থুতনির উপর নিয়ে রেখেছে, কেউ কেউ দাড়িকে হালকা সরল কালো রেখা, আবার কেউ বক্র রেখার মতো ঐঁকেছে। কেউ কেউ দাড়ি মোচ এক করে ফ্রেঞ্চ কার্টিন করে বৃত্ত অংকন করে রেখেছে, আবার কেউ দাড়ি মুগুন করে হিটলার স্টাইলে মোচ রেখেছে শুধু নাকের ছিদ্র বরাবর নিচের জায়গাটুকু। আবার কেউ মোচ লম্বা করে রেখেছে বিখ্যাত হওয়ার বিশেষ চিহ্নস্বরূপ। আসলে এরা যেন নিজেকে ভাঁড়ের (jester) বা comedian এর মতো উপস্থাপন করতেই বেশি ভালোবাসে। তাদেরকে দেখলে ‘কে কত হাসতে পার’ কথাটি মনে পড়ে যায়। আবার দুঃচিন্তাও হয় তাদেরকে দেখলে। কেননা

শরী‘আত নিয়ে তো তাদের এমনটি করার কথা নয়, তবুও করছে।

আবার অনেক যুবক কোনো খেলোয়াড় বা নায়কের নতুন ধরনের চুল বা দাড়ির কাটে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের চেহারাতেও সেরকম করার অযথা চেষ্টা চালায়। আবার কেউ কেউ স্টাইল করে কেটে-ছেটে খুব ছোট ছোট করে গালের সাথে মিলিয়ে রেখেছে। অনেকে ক’দিন রাখে আবার ক’দিন শেষ করে দেয়। এসব দাড়ি যে উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে, সেটাই হবে, সাওয়াব কখনও হবে না। (লা হাওলা ওয়ালা কুউয়্যাতা ইল্লাবিলা....)।

শাইখ ইবন বায রহ. বলেন, কোনো পুরুষ যেন নিজেকে তার বোন, মেয়ে বা চাচী, খালা, মায়ের মত আকৃতি ধারণ না করে। তাছাড়া নিজেকে যেন বিজাতি কাফের, বে-দীনের মতো করে না ফেলে; বরং মুসলিম পুরুষ তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবে এবং ঘন করে দাড়ি রাখবে, যাতে তাকে পুরুষ মনে হয়। কাফের, মজুসী বা অগ্নি উপাসকের সাথে যেন নিজেকে এক করে না ফেলে। তারা লম্বা করে মোচ রাখে। অতএব, মোচকে কাটতে হবে এবং যত ছোট করে রাখা যায় তত ছোট করবে, আর দাড়ি রাখবে এবং একে লম্বা হতে দিবে। এটাই শরী‘আতের বিধান আর এটাই ওয়াজিব। (প্রশ্নোত্তর পর্ব: আল-জামেউল কাবীর, রিয়াদ)।

দাড়ি রাখা ওয়াজিব, শেভ করা হারাম। এ সংক্রান্ত শরী‘আতের দলীল নিচে বর্ণনা করা হলো,

১- দাড়ি শেভ করলে আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করা হয়, যা করতে তিনি নিষেধ করেছেন। মহান রব আল্লাহ তা‘আলাকে মানবের সেরা শত্রু দুষ্ট ইবলিশ শয়তান বলল:

﴿وَلَا مَرْنَهُمْ ۚ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء: ১১৭]

“(শয়তান বলল) আর অবশ্যই আমি তাদেরকে নির্দেশ দিব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৯]

‘আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করা’ দ্বারা বুঝায়: যে সব নারী শরী‘আতে উল্লেখ আছে ও ব্রু কাটে এবং দাঁত কাটে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে।” আল্লাহ তা‘আলা এটি নিষেধ করেছেন।[2] এ ছাড়া ‘আলেমদের মতে, দাড়ি শেভ করা অথবা কাটছাট করে স্টাইল করে রাখাও আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করার মতো কাজ, যা হারাম।

২- সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ: وَقَرُّوا اللَّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ».

“মুশরিকদের বিরোধিতা কর এবং মোচ খুব ছোট করে কাট ও দাড়ি লম্বা-ঘন কর”।[3]

তাছাড়া অন্য বর্ণনায় এসেছে,

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ، وَفِي رِوَايَةِ كَثِيفِ اللَّحْيَةِ»

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি অধিক ও ঘন ছিল”।[4]

৩- সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللَّحَى , خَالِفُوا الْمَجُوسَ».

“তোমরা মোচ ভালো করে কাট ও দাড়ি রেখে দাও, অগ্নিপূজারীদের বিরোধিতা কর” [5]

৪- সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় রয়েছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«انْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللَّحَى»

“মোচ উত্তমরূপে কাট এবং দাড়ি লম্বা কর” [6]

৫- বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وفروا اللحى»

“দাড়ি বাড়াও (লম্বা-ঘন কর)” [7]

৬- সাহীহ বুখারীতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন:

«إِنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ».

“ইয়াহুদী ও নাসারাগণ তাদের চুল বা দাড়ি সাদা হয়ে গেলে সেগুলোকে সাদা রেখে দেয়, তোমরা তাদের বিরোধিতা কর, তোমরা বার্ষিক্যকে (কালো ব্যতীত) যে কোনো রং দিয়ে ঢেকে দাও” [8]

৭- তিরমিযীতে রয়েছে, “আমর ইবন শুয়াইব তার বাবা থেকে, আর তার বাবা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ [ص:57] تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى....

“যে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য বা মিল রেখে চলে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়, তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের সাথে সাদৃশ্য রেখো না।” (চাল-চলন, বেশ-ভূষায় তাদের অনুকরণ করো না) [9]

আর দাড়ি মুগুনো বা ছাটা উভয়টিই গোনাহের কাজ। আর এটি মজুসী বা অগ্নি পূজাকারীদের কাজ, আর নবী আমাদেরকে বিজাতি, অমুসলিমদের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন।

৮- অন্য হাদীসে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

“যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে” [10]

৯- যারা অমুসলিমদের বেশভূষা বা চাল-চলন, চুল বা দাড়ির কাট-ছাট পছন্দ করে, তারা এটা বিজাতীদেরকে ভালোবেসেই করে, যদি এমনটি হয়, তাহলে তারা নিশ্চয় তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঈমানদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ৫১]

“তোমাদের কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন”। [সূরা আল-মায়দাহ, আয়াত: ৫১]

সম্মানিত ভাই! আপনি লক্ষ্য করুন যে, যে জিনিস বিজাতির প্রতীক, যা দেখলে তাদেরকে বিজাতি বলে সহজে চিহ্নিত করা যায়, কেবল সেই জিনিসেই সাদৃশ্য অবলম্বন নিষেধ।

বিজাতির অনুকরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বনকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

প্রথমতঃ ইবাদতে বা দীনী বিষয়ে।

দ্বিতীয়তঃ আচার আচরণে।

তৃতীয়তঃ পার্থিব আবিষ্কার ও শিল্প বিষয়ে।

(কিতাবুস সুনান ওয়াল আসার আনিত তাশাব্বুহ বিল কুফফার, সুহাইল হাসান, পৃ. ৫৮-৫৯)

‘ইবাদতে বিজাতির অনুকরণ করা কোনো ক্রমেই বৈধ নয়। কারণ তাতে অনেক সময় মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজও হয়ে যেতে পারে। আচার আচরণ ও লেবাস পোশাকেও বিজাতির অনুকরণ বৈধ নয়। কারণ, তাতে তাদের প্রতি মুগ্ধতা ও আন্তরিক আকর্ষণ প্রকাশ পায়।

আর আবিষ্কার ও শিল্প ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ করে পার্থিব উন্নয়ন সাধন করাতে কোনো দোষ নেই। এ অনুকরণ নিষিদ্ধ অনুকরণের পর্যায়েভুক্ত নয়। কারণ, শরী‘আত এটাকে নিষিদ্ধ করে নি, আর হালাল হারাম দেখতে হবে শরী‘আতের চশমা দিয়ে, নিজের ব্যক্তিগত চশমা দিয়ে নয়।

১০- সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«مَنْ بَنَى بِأَرْضِ الْمُشْرِكِينَ وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمَهْرَجَانَهُمْ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتَ حُسْرًا مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“যে ব্যক্তি মুশরিকদের দেশে বাড়ি তৈরি করল, তাদের নব বছরের উৎসব ও তাদের অন্যান্য উৎসব-দিবস পালন করল এবং তাদের সাথে সামঞ্জস্য বা মিল রেখে চললো তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে অংশ নিল, আর এ অবস্থায় সে মারা গেল, তবে তার হাশর-নশর তাদের সাথেই হবে”।[11]

কাফেরদের উৎসব পালন নাজায়েয হওয়ার কারণ বাহ্যিক ধরন-ধারণে সাদৃশ্যগ্রহণ ও আন্তর বিশ্বাস এই দুয়ের মাঝে গভীর সম্পর্ক রয়েছে, এ বিষয়ে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ রহ. বলেন, “সিরাতুল মুসতাকীম হৃদয়ে অবস্থিত, এটি: [এক] আন্তরিক বিষয়; যেমন আকীদা-বিশ্বাস, ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি এবং [দুই] বাহ্যিক বিষয়; যেমন কথা-কাজ, হতে পারে তা ‘ইবাদত, হতে পারে তা খাবার, পোশাক, বিবাহ-শাদি, বাড়ি-ঘর, সম্মিলন ও বিচ্ছেদ, সফর-আরোহণ ইত্যাদি সংক্রান্ত। এইসব আন্তরিক ও বাহ্যিক বিষয়ের মাঝে সম্পর্ক রয়েছে। কেননা হৃদয়জগতে যে অনুভূতি আন্দোলিত হয়, তা বাইরের জগতে অবশ্যই বিভিন্নভাবে রূপায়িত হবে। আবার বাহ্যিক কাজকর্মও হৃদয়ের অনুভূতিকে জাগ্রত করে থাকে।

আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন হিকমতসহ, যা হলো তাঁর সুন্নাত ও আদর্শ এবং তিনি তাঁর জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন সুনির্দিষ্ট পথ ও পদ্ধতি। এই হিকমতের একটি হলো এই যে, তিনি রাসূলের জন্য এমন কথা ও কাজ বিধিবদ্ধ করেছেন, যা অভিশপ্তদের পথ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অতঃপর তিনি বাহ্যিক বেশভূষায় তাদের উল্টো করতে বলেছেন, যদিও অনেকের কাছে বাহ্যত এতে কোনো প্রকার বিচ্যুতি বলে মনে হয় না। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে:

তন্মধ্যে একটি হলো, বাহ্যিক বেশ-ভূষায় সাদৃশ্য গ্রহণ, যে সাদৃশ্য গ্রহণ করল এবং যার সাদৃশ্য গ্রহণ করা হলো

এদুজনের মাঝে ধরন-ধারণে এমন একটা সম্পর্ক কায়ম করে দেয়, যা আমল-আখলাকে একই রকম হওয়া পর্যন্ত নিয়ে যায়। এ বিষয়টি সহজেই অনুমেয়; ‘যে ব্যক্তি ‘আলেমদের পোশাক গ্রহণ করে সে নিজেকে ‘আলেমদের সাথে সম্পৃক্ত বলে অনুভব করতে থাকে। আর যে ব্যক্তি সৈনিকদের পোশাক পরে তার হৃদয়ে সৈনিকসংলগ্ন ভাব জন্মে। তার মেজাজও সৈনিকতুল্য হয়ে যায়। যদি না এ পথে কোনো বাধা থাকে।’

ইবন তাইমিয়াহ রহ. আরো বলেন, অমুসলিমদের সাথে এ সাদৃশ্য অবলম্বনে নিষেধাজ্ঞার হিকমতের মধ্যে আরেকটি হলো, বাহ্যিক ক্ষেত্রে উল্টো করা ভিন্নতা ও বিচ্ছেদ সৃষ্টির কারণ হয়, যা আল্লাহ নারাজ হওয়ার পথ এবং গোমরাহীর কারণ থেকে মানুষকে দূরে রাখে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত ও আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্তদের প্রতি আগ্রহী করে। আর এর দ্বারা মুমিন ও আল্লাহর শত্রুদের মাঝে সম্পর্কচ্ছেদের যে বিধান আল্লাহ তা‘আলা রেখেছেন তা বাস্তবায়িত হয়। আর হৃদয় যত বেশি জাগ্রত ও জীবিত থাকবে, প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে যত বেশি জ্ঞানের অধিকারী হবে (এখানে প্রকৃত ইসলাম বলতে বোঝাচ্ছি সাধারণভাবে মুসলিমতুল্য প্রকাশ্য বেশ-ভূষা বা অপ্রকাশ্য বিশ্বাস পালনের কথা বলছি না), ততোই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে ইয়াহুদী নাসারাদের থেকে আলাদা থাকার অনুভূতির পূর্ণতা পাবে। আর তাদের আচার-অভ্যাস, যা অনেক মুসলিমের মধ্যেই পাওয়া যায়, তা থেকে দূরে থাকার মানসিকতা তৈরি হবে।

অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য না করার হিকমতের মধ্যে আরেকটি হলো, প্রকাশ্য বেশভূষায় সাদৃশ্যগ্রহণ বাহ্যিক মেলামেশা ও সংমিশ্রণ-সম্মিলন সৃষ্টি আবশ্যিক করে। হিদায়াতপ্রাপ্ত মুমিন এবং অভিশপ্তদের মাঝে ভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্যের দেয়াল উঠে যায়। ইত্যাদি আরও অন্যান্য হিকমতও তাতে রয়েছে।

ধর্মীয় বিষয়ে নয় বরং সাধারণ বৈধ ক্ষেত্রে তাদের সাদৃশ্যগ্রহণের বিষয়টি যদি এরূপ ভয়ঙ্কর হয়, তাহলে যেসব বিষয় বিজাতীদের কাফের হওয়ার কারণ, সেসব বিষয়ের ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণের পাপ-অপরাধ তাদের পাপের মাত্রানুযায়ী নির্ধারিত হবে। এই মূলনীতিটি সবাইকে অনুধাবন করতে হবে।[12]

১১-সহীহ বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ’য় রয়েছে: ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

“যেসব পুরুষ নারীর সাথে এবং যেসব নারী পুরুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বেশ-ভূষা গ্রহণ করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত হওয়ার বদ-দো‘আ করেছেন”।[13]

এখানে উল্লেখ্য যে, পুরুষ যদি পোষাকে, বেশ-ভূষায়, সাজ-সজ্জায়, কথা-বার্তায়, চাল-চলনে, কাজ-কর্মে নারীর মতো আচরণ করে, তাহলে পুরুষও অভিশাপগ্রস্ত হবে, আর নারী যদি ছবছ এমনটি করে তাহলে সে নারীও অভিশপ্ত হবে যেমনটি বর্ণিত হাদীসে এসেছে। তদ্রূপ নারী কর্তৃক পুরুষের কণ্ঠস্বর অনুকরণও এর আওতাভুক্ত। এ ছাড়াও নারী যখন পুরুষের মতো আঁটসাঁট, পাতলা ও শরীরের আবরণযোগ্য অংশ অনাবৃত থাকে এমন পোশাক পরিধান করে, তখন সে পুরুষের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং অভিসম্পাতের যোগ্য হয়। তার এ আচরণ যদি তার স্বামী মেনে নেয় এবং তাকে এ থেকে বিরত না রাখে, তাহলে সেও অভিসম্পাতের যোগ্য হবে। কেননা স্ত্রীকে আল্লাহর আদেশের অনুগত রাখতে এবং তার নাফরমানী থেকে বিরত রাখতে সে আদিষ্ট। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ وَأَهْلِيكُمْ ۖ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْءِجَارَةُ﴾ [التحریم: ٦]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর”। [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬] (পরিবারের সবাইকে আল্লাহর আনুগত্য করতে আদেশ দান করুন এবং আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত রাখুন)।

১২- দাড়ি রাখা আর মোচ কাটা শুধু অমুসলিমদের বিরোধিতাই নয় বরং এটা ফিতরাত বা স্বভাবজাত কাজও, এ ব্যাপারে উম্মুল মুমিনীন ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسَّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبِرَاجِمِ، وَتَنْتِفُؤُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ " قَالَ زَكْرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةُ زَادَ قُتَيْبَةُ، قَالَ وَكَيْعٌ: " انْتِقَاصُ الْمَاءِ: يَعْنِي الْإِسْتِنْجَاءَ ».

“দশটি বিষয় ‘ফিতরাতে’র অন্তর্ভুক্ত: মোচ কাটা, দাড়ি লম্বা রাখা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, নখ কাটা, চামড়ার ভাঁজের জায়গাগুলো ধৌত করা, বগলের নিচের চুল তুলে ফেলা, নাভীর নিচের চুল মুগুনো, (হাম্মাম বা বাথরুমের প্রয়োজন পূরণের পর) পানি দ্বারা পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। বর্ণনাকারী বলেন, দশম বিষয়টি আমি ভুলে গেছি, যদি না তা হয় ‘কুলি করা’”।[14]

(আরবীতে ‘ফিতরাত’ শব্দের অর্থ স্বভাব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে উত্তম মানবীয় স্বভাব সৃষ্টি করেছেন তার সর্বোত্তম নিদর্শন নবী ও রাসূলগণ। এ কারণে ‘ফিতরাত’ শব্দটির অর্থ করা হয়েছে আদর্শ ও অনুকরণীয় স্বভাব তথা নবী ও রাসূলগণের স্বভাব)। তাই উপরোক্ত ‘আমলসমূহকে বলা হয়েছে,

الفطرة التي خلق الله الناس عليها،

এ হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে, মোচ কাটা ও দাড়ি রাখাই হচ্ছে পুরুষের স্বাভাবিক অবস্থা এবং সকল নবী-রাসূলের সুন্নাহ ও আদর্শ, যাদের অনুসরণের আদেশ কুরআন মজীদে করা হয়েছে।

১৩- তাবারানী প্রণীত আল-মু‘জামুল কাবীরে রয়েছে, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ مَثَلَ بِالشَّعْرِ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَلْقٌ».

“যে ব্যক্তি চুল-দাড়ি উঠিয়ে বা কেটে অথবা কালো করে নিজেকে বিকৃত করল, আল্লাহর নিকট তার কোনো অংশ নেই।” (আল্লাহর নিকট সে কিছুই পাবে না)।[15]

১৪- মুসনাদুল বাযযারে রয়েছে, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تَشَبَّهُوا بِالْأَعَاجِمِ غَيْرِوَا الْحَيِّ».

“তোমরা অনারব তথা কাফেরদের সাথে মিল করো না (মোচ লম্বা করোনা), দাড়ি ঠিক করে রেখে দাও”।[16]

নিচের হাদীসটিও উপরোক্ত অর্থই বুঝায়:

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,

«وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّشَبُّهِ بِالْأَعَاجِمِ , وَقَالَ : مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» وَذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى . وَبِهَذَا احْتَجَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى كَرَاهَةِ أَشْيَاءَ مِنْ زِيِّ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনারবদের সাথে সাদৃশ্য বিধান থেকে নিষেধ করার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য বিধান করে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।’ যা কাযী আবু ইয়ালা উল্লেখ করেছেন। আর ওপর ভিত্তি করে আলেমগণ অমুসলিমদের বেশ কিছু বেশ-ভূষা ও পোশাক-আসাক গ্রহণ অপছন্দ করেছেন”।[17]

উপরোক্ত হাদীসসমূহ ও রেওয়াযাতগুলো থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোচ খুব ছোট ছোট করে কাটতে এবং দাড়ি লম্বা ও ঘন করে রাখার আদেশ করেছেন।[18] উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে কোর্টে সাক্ষ্য দিতে দেন নি, যে নিজ দাড়ি উপড়ে ফেলতো।

## ফুটনোট

[1] সহীহ মুসলিম, নং ২৫৬৪।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮৮৬।

[3] সহীহ বুখারী, কিতাবুল্লাবাস, হাদীস নং ৫৮৯; সহীহ মুসলিম: কিতাবুত্তাহরাত, বাবু খিচালিল ফিতরা, হাদীস নং ২৫৯।

[4] ফাতাওয়া লাজনায়ে দায়েমা: ৫/১৩৩।

[5] সহীহ মুসলিম, কিতাবুত্তাহরাত, নং ২৬০, বাবু খিচালুল ফিতরা।

[6] ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে, সহীহ বুখারী, হাদীদ নং ৫৮৯৩।

[7] সহীহ বুখারী, কিতাবুল্লাবাস, হাদীস নং ৫৮৯২; সহীহ মুসলিম, কিতাবুত্তাহরাত, বাবু খিচালিল ফিতরা, হাদীস নং ২৫৯।

[8] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৬২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১০৩।

[9] তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৯৫, হাদীসটি হাসান (আলবানী)।

[10] আবু দাউদ, পোষাক অধ্যায় (৩৫১২), শাইখ আলবানী বলেন, হাদীসটি হাসান সাহীহ, নং ৩৪০১।

হাদীসটিকে শাইখ আলবানী অন্যত্র সহীহ বলেছেন: (হিয়াবুল মারআ আল-মুসলিমা: পৃ. ১০৪)।

[11] সুনান বাইহাকী, ৯/২৩৪, হাদীসটি মাওকুফ।

[12] শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (ইকতিদ্বাউ সিরাতিল মুসতাকিম ফী মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম, ১/৮০-৮২।

[13] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৮৫; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৯৮; তিরমিযী, হাদীস নং ২৭৮৪; নাসাঈ, হাদীস নং ১৯০৪। সবগুলোই সহীহ হাদীস।

[14] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬১।

[15] (আত-ত্বাবরানী, হাদীস নং ১০৯৭৭, ১১ খ. ৪১ পৃ.) হাদীসটিকে শাইখ আলবানী রহ. দুর্বল বলেছেন। দেখুন, দয়ীফুল জামে', হাদীস নং ৫৮৫৪।

[16] মুসনাদুল বায্যার, হাদীস নং ৫২১৭।

[17] দেখুন, 'আউনুল মা'বুদ, শারহ সুনানি আবু দাউদ।

[18] মাজুম' ফতোয়া ইবন বায রহ. ১০ম খণ্ড দ্র.। প্রকাশকাল: ২৪ সফর, ১৪২৯ হি.।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12242>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন